চলমান জীবন জিজ্ঞাসা :
বিবিধ প্রসঙ্গ

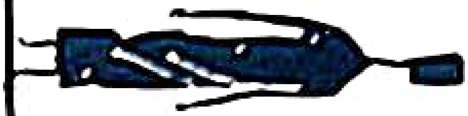

সম্পাদনা

ড. পিন্টু রায়চৌধুরী

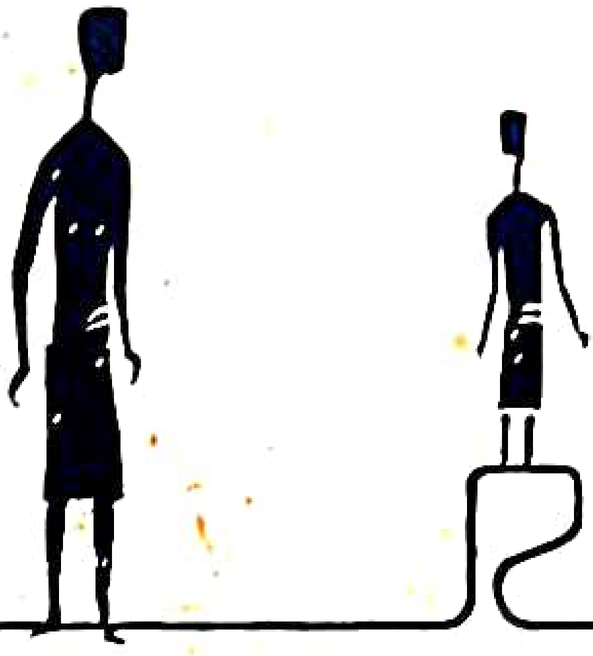

চলমান জীবন-জিজ্ঞাসা:
বিবিধ প্রসঙ্গ
(প্রথম পর্ব)

সম্পাদনা

পিন্টু রায়চৌধুরী

Chalaman Jiban-Jiggasa: Bibidha Prasanga
Edited by Pintu Roychoudhury

© মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০২২

ISBN: 978-93-93534-11-8

প্রকাশক
অক্ষরযাত্রা প্রকাশন
আনন্দগোপাল হালদার
৭২ দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলি ৭১২২৩৩
মোবাইল +৯১৯৪৭৪৯০৭৩০৭
ই-মেল: aksharyatrabook@gmail.com

বর্ণবিন্যাস
প্রিন্টম্যাক্স
ইছাপুর

প্রচ্ছদ
রোচিষ্ণু সান্যাল

বিনিময়
তিনশত পঁচাত্তর টাকা

A Critical Concept of National Integration and the Role of a Teacher in India	Kingshuk Karan	১৪৬
Online Learning Challenges & How to overcome this Problems	Biswajit Garai	১৫১

ইতিহাস-দর্শন-শিল্পতত্ত্ব বিষয়ক ভাবনা

বেদের যুগে নারী স্বাধীনতা	অমৃত দাশ	১৬০
নীতিশিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সমকালীন বিশ্বে প্রাসঙ্গিকতা	ভরত মালাকার	১৬৪
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: একটি অন্বেষণ	প্রসেনজিৎ ঘোষ	১৭১
সন্ত্রাসবাদ, গান্ধীজির দর্শন ও আগামী দিনের বিশ্ব	অলক রঞ্জন খাটুয়া	১৮০
পতিতজনের বন্ধু লালন	বঙ্গ রাখাল	১৮৯
রবীন্দ্রদর্শন ও পাশ্চাত্য শিল্পতাত্ত্বিক দর্শনের যোগসূত্র	সুতপা সাহা	১৯৫
বিরল পথিক শিবদাস ঘোষ	সমীর মণ্ডল	২০৪
আদিবাসী সমাজের লোকচিকিৎসা: চর্চা ও অভ্যাস	কৃষ্ণবন্ধু দাস	২১১
Health Risks by Food Additives and Color: An Indian Scenario	Bidhan Chandra Samanta	২১৭
ব্যবসা ও উদ্ভাবনী চিন্তা	স্বপনকুমার মিশ্র	২২৫
লেখক পরিচিতি		২২৮

বেদের যুগে নারী স্বাধীনতা

অমৃত দাশ

বৈদিক যুগে সমাজ ব্যবস্থায় নারীজাতির স্থান ছিল সমুন্নত। তাঁরা সমাজে অতিশয় মর্যাদা পূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাজেই ঋক্‌বেদের যুগে নারীরা বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। নারী পুরুষের সামাজিক অধিকারে সমতা ছিল, পুরুষ যতদিন না বিবাহের দ্বারা পত্নীলাভ করে ততদিন অর্ধ থাকে, সস্ত্রীক না হলে বৈদিক ধর্মাচরণে অধিকার থাকে না। নারী-পুরুষ একসঙ্গে যজ্ঞ কার্যে অংশ গ্রহণ করতেন, এ বিষয়ে ঋক্‌বেদে প্রমাণ রয়েছে:

অচন্দ্বযা বৃষভিঃ স্বেদুহব্যৈম্যনো নাশো

অতি যজ্জসুর্যাৎ,

এ মন্দযমুনাং গূর্ত হোতা ভরতে মর্থো

মিথুনা যজত্রঃ।।

(ঋ.বে.সং- ১/১৭৩/২)

নারীদের অবহেলা বা উপেক্ষার কোনো প্রমাণ ঋগবেদে নেই। উপযুক্ত সম্মানের দ্বারা তাদের. মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বৈদিক সংহিতায় পুরুষ ঋষিদের সঙ্গে নারী ঋষির মন্ত্রও সংকলিত হয়েছে। যেমন— ঋষি কক্ষিবৎ এর কন্যা ঘোষা, ঋষি অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা, ঋষি অত্রি কন্যা বিশ্ববারা, ইন্দ্রানী, সূর্যা, অপালা, যমী, লোমশা, বাক্, শ্রদ্ধা, উর্বশী প্রভৃতি হলেন মন্ত্র দ্রষ্টা নারী ঋষি, বর্তমান সমাজের নারীরা পুরুষের মতো সে যুগেও সর্বস্তরে সমান অধিকার ভোগ করতেন।

বৈদিক যুগের মতো বর্তমান নারীরা সমাজ মর্যাদা ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠানে সম মর্যাদা লাভ করেছে এবং রাষ্ট্রপরিচালন ব্যবস্থায় পূর্ণ অধিকার পেয়েছে। যেমন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, স্পীকার, রাজ্যপাল, জেলার সভাধিপতি ব্লক সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান, গ্রাম সদস্য প্রভৃতি কাজেই বলতে পারা যায় বর্তমান যুগের নারীরা বৈদিক যুগের মতো মর্যাদা পান। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা লাভে পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আচার্য, উপাচার্য, অধ্যাপক, শিক্ষক বৈদিক যুগের এই ব্যবস্থার মতোই বর্তমানে তার প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। বৈদিক যুগে নারীরা অধ্যাপনা করতেন। পতঞ্জলি মহাভাষ্যে অপিশালা ও ঔদমেধীর নাম পাওয়া যায়, পানিনি আচার্য ও উপাধ্যায়া শব্দ দুটির অর্থ করেছেন নারী অধ্যাপিকা। বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের তর্কযুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়, এর থেকে বোঝা যায় বৈদিক নারীরা সুশিক্ষিত ছিলেন। তৎকালীন সমাজে নারীদের বিশেষ মর্যাদা ছিল বলেই লোকে বিদুষী কন্যা কামনা করতেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, বৈদিক নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষদের মতো সমান সাহসিকতার সাক্ষ্য রাখেছেন। বিভিন্নপ্রকার ললিতকলা ও যুদ্ধবিদ্যাতেও তাঁরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নমুচির স্ত্রী ভায়ের যজ্ঞক্ষেত্রে দীর্ঘদিন

যুদ্ধ করেছিলেন। রাজা খিলের রানী বিশপলা যুদ্ধের সময় আঘাত পান এবং সে তাঁর পা কেটে বাদ দিয়ে লোহার কৃত্রিম পা বসানো হয়। মুদগলানী নামক অপর এক বীরাঙ্গনা রথে চড়ে বিপক্ষ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ঋগবেদের অনেক সূক্তে বা মন্ত্রে প্রমীলা যোদ্ধা বা তাঁদের বীরত্ব ব্যঞ্জক কার্যাবলীর পরিচয় মেলে।

বেদ পরবর্তী যুগে ও রমণী সমাজে সামরিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণের প্রথা প্রচলন ছিল, মেগাস্থিনিস গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রসাদরক্ষী তরবারিধারিণীও ধনুর্বিদ্যায় সুদক্ষ বলবতী রমণী বাহিনীর উল্লেখ করেছেন। আধুনিক যুগে অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই প্রমুখ। এ ছাড়া পরাধীন ভারতকে মুক্ত করার জন্য নারী শক্তির ভূমিকাও কম ছিল না, তাঁদের মধ্যে উল্লখযোগ্য বীরাঙ্গনারা হলেন মাতঙ্গিনী, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমুখ। সর্বোপরি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ যুদ্ধে তদানীন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

বৈদিক যুগে মেয়েরা বেদপাঠাদি করতেন এবং ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ, অগ্ন্যাধান ইত্যাদি করতেন, পুরুষদের মতো তাঁদের উপনয়ন সংস্কার হতে। স্মৃতিশাস্ত্রকার যম বলেছেন:

পুরাকল্পে কুমারীনাং মৌঞ্জীবন্ধনম্ ইষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা।।

উপনয়ন সংস্কারের পর তাঁরা পবিত্র সূত্রের দ্বারা দীক্ষিত হতেন। দীক্ষিত নারীদের ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রোচ্চারণে, পবিত্র অগ্নি বেদাদি গ্রন্থ পাঠে অধিকারী হতেন। নারীদের দুটি বিভাগ ছিল। যারা পুরুষদের মতো বেদাদি শাস্ত্র চর্চায় জীবন উৎসর্গ করতেন তাদের বলা হতো ব্রহ্মবাদিনী। অপর দল সেভাবে বেদাদি পাঠ করতেন না, উপনয়ন সংস্কারের পর তাদের বিবাহ দেওয়া হতো, এই বিবাহে ছিল সম্পূর্ণ নারীদের পতি নির্বাচনে স্বাধীনতা, পরিবারের পছন্দ মতো পাত্রের সঙ্গে বিবাহ করতেন আবার নিজের পছন্দ মতো পাত্রকেও বিবাহ করতে পারতেন। বৈদিক প্রামার্ণ্যকে সামনে রেখে বর্তমান কালে নারীদের উপনয়ণ সংস্কার অনেকে করছেন।

ঋগবেদের যুগে সতীদাহ প্রথা বা সহমরণ ছিল না কিন্তু বিধবা বিবাহ ছিল। মহাভারতের যুগে আবার সহমরণ দেখা যায় পাণ্ডু পত্নী মাদ্রী সেচ্ছায় সহমরণ করেছিলেন:

উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমিতমুপ শেষ এহি,
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ।।

(ঋ.বে.সং-১০/১৮/৮)

অর্থাৎ 'হে নারী সংসারের দিকে ফিরে চল, ওঠ, তুমি যার কাছে শুতে চলেছে সে মৃত, যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করেছিলেন সেই পতির পত্নী হিসেবে যা কিছু কর্তব্য ছিল সবই তোমার করা হয়েছে।' বিধবাদের এইভাবে সান্ত্বনা দেওয়া হতো। স্মার্ত পণ্ডিতেরা সতীদাহকে সমর্থন করতে গিয়ে বৈদিক প্রমাণ দেখাতে না পেরে ঋগবেদের এই মন্ত্রের

বিকৃত পাঠ করে ব্যাপারটিকে সমর্থন করেছেন।

আধুনিক যুগে নবজাগরণের অগ্রদূত রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগর মহোদয় বৈদিক প্রমাণের মাধ্যমে তদানীন্তন স্মার্ত পণ্ডিতদের শাস্ত্রীয় তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন কিন্তু ফলস্বরূপ পরিবার পরিজন ও সমাজ থেকে একঘরে হতে হয়েছিল তবুও তাঁরা প্রতিবাদের কৌশল পরিবর্তন করেন। ইংরেজ শাসকদের হাত ধরে আইন করে এই সামাজিক কুসংস্কার সতীদাহ ও বিধবা বিবাহ দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার ফলস্বরূপ আজ নারীদের শিক্ষা থেকে রাজনীতি সর্বত্র অবাধ বিচরণ।

পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীদের পুরুষের মতো সম্পত্তিতে সমান অধিকার ছিল। সে যুগে মেয়েদের অবিবাহিত থাকা নিষিদ্ধ ছিল না। তারা পিতৃকুলে অবস্থান করত এবং পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো, যাজ্ঞবল্ক্য নারীদের সম্পত্তির অধিকারকে 'স্ত্রীধন' বলেছেন। এই স্ত্রীধন হল বিবাহের সময় পিতৃকর্তৃক প্রাপ্ত, বিবাহের পর স্বামী কর্তৃক প্রাপ্ত, শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি পিতৃকুলের সম্পত্তি। বর্তমানেও বৈদিক যুগের মতো নারীদের সম্পত্তিতে আইনানুগ ভাবে অধিকার আছে। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জটিলতা বৃদ্ধি ও অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংমিশ্রণের কারণেই হয়ত স্ত্রী স্বাধীনতা ক্রমশ খর্ব হতে থাকে। মনুসংহিতায় স্ত্রীস্বাধীনতাকে কার্যত নিষেধ করা হয়েছে স্ত্রীলোক সম্পর্কে মনু বলেছেন:

পিতারক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষতি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।।

(মনুসংহিতা-৯/৩)

অর্থাৎ কুমারী অবস্থায় পিতা রক্ষা করেন। যৌবনকালে স্বামী, বার্ধ্যকে সন্তানরা রক্ষনাবেক্ষণ করে তাই নারীরা স্বতন্ত্র নয়। এরূপ নিষেধ একদিনে সমাজের ফলশ্রুতি নয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কন্যাকে বলা হয়েছে অভিশাপ। মৈত্রায়নী সংহিতায় নারীকে মিথ্যাচারিণী ও দুর্ভাগ্যস্বরূপিনী বলা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে স্ত্রীলোকে শূদ্র ও কুকুরকে একই স্তরে গণ্য করা হয়েছে। এরই ফলশ্রুতি আমরা গীতাতেও লক্ষ করি, সেখানে স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্রকে পাপযোনী বলা হয়েছে। কাজেই পুরুষশাসিত বৈদিক যুগের প্রথম দিকে স্ত্রীলোকের যে মর্যাদা ছিল ক্রমশ তা হ্রাস পাচ্ছিল তা বোঝা যাচ্ছে, মনুর ধর্মশাস্ত্র রচিত হবার পর স্ত্রীস্বাধীনতা ও মর্যাদা খর্ব হয়।

ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের যুগ থেকে নারী শিক্ষা ও অধিকার সমুন্নত প্রতিষ্ঠা ভূমিতে ভাঙন শুরু হয়। এমনকি নারীদের উপনয়ন ও বেদপাঠের অধিকার লুপ্ত হয়। নারী সমাজের এই দুর্দশা বা ক্রম অবনতির জন্য মূলত সামাজিক রাজনৈতিক এবং সমাজতান্ত্রিক কারণ সমূহ দায়ি বলা যেতে পারে।

যদি আমরা বৈদিক যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ এই ভাবে ভাগ করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে নারী স্বাধীনতা বৈদিক যুগের শেষের দিক থেকে আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত

একেবারেই ছিল না। আধুনিক যুগ থেকে নারী মহিষীদের আবির্ভাব ঘটে। মূলত সম্পত্তির অধিকার থেকে রাজা বা জমিদার পরিবারে উত্তরাধিকারী সূত্রে রানি হতেন ফলে এদের দেখানো পথে ধীরে ধীরে সমাজে প্রতিবাদী সচেতন নারীদের উন্মেষ ঘটে কিন্তু কুসংস্কারময় স্বার্থান্বেষী সমাজপতিদের দ্বারা যে শাস্ত্রীয় ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল তা উনবিংশ শতাব্দীতে পতনও ঘটে।

তথ্যসূত্র

১. ঋ.বে.সং: ঋগবেদ সংহিতা-১/১৭৩/২
২. ঋ.বে.সং: ঋগবেদ সসংহিতা-১০/১৮/৮
৩. মনুসংহিতা: ৯/৩
৪. স্মৃতিশাস্ত্রকার যম: পুরাকল্পে
৫. মৈত্রায়ণ সংহিতা: ১/১০/১১, ৩/৬/৩
৬. শতপথ ব্রাহ্মণ: (১৪/১/৩/৩১)
৭. বৃহদারণ্যক উপনিষদ: (১/৪/৭)
৮. ঋগবেদ: ১০/২৭/১২।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস: গোপেন্দু মুখোপাধ্যায় বিশ্বজ্যোতির্বিদ সঙ্ঘ
২. যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা: যদুপতি ত্রিপাঠী, B.N Publication
৩. উপনিষদ: হরিকৃষ্ণদাস গোয়েঙ্কী, গীতাপ্রেস
৪. বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা: ড. শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
৬. শ্রৌতপাঠ: শুক্লা সেন, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৭. বেদ সংকলন: ভবানী প্রসাদ বন্দোপাধ্যায় ও তারকনাথ অধিকারী, সংস্কৃত বুক ডিপো।